দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

অভিন্ন নীতিমালার বিরুদ্ধে পাবলিক ভার্সিটি শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

প্রকাশিত: ০৩ - সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

বিভাষ বাড়ৈ ॥ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এ নিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষকদের মাঝে। বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জোট বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষে এখনও আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে আলাদা আলাদাভাবে ইতোমধ্যে বিশ^বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সুপারিশে করা এ নীতিমালার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। প্রায় প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দই নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করে একে 'অভিন্ন নীতিমালার নামে দেশকে মেধাশূন্য করার নীলনক্সা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই অগ্রহণযোগ্য এ নীতিমালা সামনে আনা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলছেন শিক্ষকরা।

জানা গেছে, গত কয়েক বছরেই ইউজিসি একটি অভিন্ন নীতিমালার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজস্ব আইনে চলা প্রত্যেক বিশ^বিদ্যালয়কে এক নীতিতে আবদ্ধ করার পক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অবস্থান না থাকায় ইউজিসির চিন্তা ব্যর্থ হয়েছে সব সময়। তবে এ ধরনের নীতিমালার বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকার মধ্যেই প্রায় এক বছর ধরে আবার বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি। প্রথম দিকে শিক্ষকদের কোন প্রতিনিধিও ছিলেন না এ প্রক্রিয়ায়। একপর্যায়ে সকল বিশ^বিদ্যালয়ের জন্য 'ন্যূনতম' অভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা নাম দিয়ে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রতিনিধিও রাখা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সব সময়েই এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবাদ এসেছে।

ঠিক এরই মধ্যে সম্প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালার খসড়া তৈরির কথা জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সভাপতিত্বে এক সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এতে নতুন করে বাংলাদেশী অথবা বিদেশী শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার বিষয়টিও যুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ওই সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহিদুল্লাহ, ইউজিসির মেম্বার (বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক দিল আফরোজা বেগম, ইউজিসির পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) মোঃ কামাল উপস্থিত ছিলেন। সভায় অভিন্ন নীতিমালাটি সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে ইউজিসির পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়। খসড়া নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য উচ্চতর ডিগ্রীতে সিজিপিএ-৩ দশমিক ৫ ও চারুকলা বিষয়ে ৩ দশমিক ২৫ প্রস্তাব করা হয়েছে। নিয়োগের জন্য লিখিত-মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনের কথা খসড়া নীতিমালায় বলা হয়। তবে বলা হয়, প্রভাষকের পরের পদগুলোতে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনা সাপেক্ষে নিয়োগ দিতে পারবে।

সভা শেষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী বলেন, অভিন্ন নীতিমালা শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। তবে একটি বিষয় যুক্ত করতে বলা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন করে একটি বিষয় যুক্ত করে এটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য কেবিনেট অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ইউজিসি থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

ইউজিসির এ উদ্যোগের খবর প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ক্রমে অসন্তোষ বাড়ছে সকল পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন।

বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জোট বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষে এখনও আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিক্রিয়া আসেনি। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও এখন পর্যন্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে শিক্ষকদের একাধিক জোট ছাড়াও প্রায় প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নীতিমালার বিরুদ্ধে সরাসরি নিজেদের অবস্থানের কথা জানিয়েছে। বিভিন্ন বিশ^বিদ্যালয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীও শুরু করেছেন শিক্ষকরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অভিন্ন নীতিমালাকে কালাকানুন অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরাম। নীতিমালার বিরোধিতা করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরাম বলেছে, ওই খসড়া নীতিমালা অনুমোদন করা হলে তা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী। ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে অভিন্ন নীতিমালার নামে যা করা হচ্ছে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। অভিন্ন নীতিমালা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান রক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি কালাকানুন হতে যাচ্ছে।

সংগঠনটি বলেছে, ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিদ্যমান অবকাঠামো-ইত্যাদি দিক দিয়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অথচ নীতি নির্ধারকদের মাঝে অনেকেই এই স্বাভাবিক বিষয়টাকে অস্বাভাবিক ভাবছেন এবং অভিন্ন নীতিমালার প্রস্তাব করেছেন। ইউজিসির অবস্থানের বিরোধিতা করে ফোরাম বলছে, অভিন্ন নীতিমালা না করে বরং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনার মাধ্যমে একটি 'যুগোপযোগী বাস্তব নীতিমালা' করা উচিত। ফোরামের এই মতামতের প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের দুই হাজারের বেশি শিক্ষকের সমর্থন রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকদের এ ফোরাম।

ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া না দিলেও শিক্ষকরা আলাদা আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমান অভিন্ন নীতিমালাকে অগ্রহণযোগ্য অভিহিত করে বলেছেন, প্রথমত এ ধরনের চিন্তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দেয়া ১৯৭৩ সালের বিশ^বিদ্যালয় অধ্যাদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেই আমার মনে হয়। তাছাড়া ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের নিয়োগের যোগ্যতা যদি একটি জেলা পর্যায়ের বিশ^বিদ্যালয়ের মানদ- অনুসারে করতে হয় তখন শিক্ষার উন্নয়ন না হয়ে বরং মানে বিপর্যয় হতে পারে। আমি মনে করি, ইউজিসির এ চিন্তা শিক্ষকদের মাঝে অযথা সরকারবিরোধী মনোভাবের ক্ষেত্র তৈরি করবে। অযথা সরকার সমালোচনায় পড়বে। এটা ঠিক নয়।

শিক্ষকরা তাদের অবস্থানের ব্যাখ্যা নিয়ে বলছেন, পৃথিবীতে ২৬ হাজারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মাঝে মানের ক্রম অনুযায়ী একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান একেক রকম। সব বিশ্ববিদ্যালয় যদি সমমানের হতো তাহলে অযথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানের ক্রম নির্ণয় করা হতো না। সব বিশ্ববিদ্যালয় একই মানের না এই ভেবে, পৃথিবীর কোথাও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানের সমতা আনার জন্য অভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা চালু করা দরকার বলে মনে করেনি। তাহলে এখানে এ ধরনের উদ্যোগের রহস্য কি?

নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি ড. দীপিকা রানী সরকার ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মদ বলেছেন, অভিন্ন নীতিমালার বিষয়টি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা বৃহত্তর শিক্ষাস্বার্থের পরিপন্থী। খসড়া অভিন্ন নীতিমালা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। এছাড়া এই নীতিমালা পাস করলে সেশনজটমুক্ত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে বিঘিœত করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

নীতিমালাকে প্রহসনমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে শেরে বাংলা কৃষি বিশ^বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। আজ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচী দেবে সমিতি। সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান বলেছেন, অভিন্ন নীতিমালার নামে একটি অবান্তর, অগ্রহণযোগ্য এবং বিশ^বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

এহেন অবান্তর, অগ্রহণযোগ্য এবং বিশ^বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী নীতিমালাটি শিক্ষক সমাজ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অনতিবিলম্বে নীতিমালাটি বাতিল করতে হবে। নয়তো এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

নীতিমালা প্রত্যাখান করেছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞা ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. জীতেন্দ্র নাথ অধিকারী বলেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত ইউজিসি প্রস্তাবিত অভিন্ন নীতিমালা একপেশে, বিদ্বেষমূলক, বিভ্রান্তিকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ। সমিতি এ নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করছে।

এ নীতিমালাটি খসড়া থাকা অবস্থায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হওয়া সত্ত্বেও কেন গায়ের জোরে চূড়ান্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মনে করে, এটি উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ।

নীতিমালাকে অসঙ্গতিপূর্ণ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শিক্ষক সমিতি।

গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মহির উদ্দিন বলেন, ইউজিসি যেখানে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর চিন্তা করবে সেখানে উচ্চশিক্ষাকে গলাটিপে হত্যার ব্যবস্থা করছে। নীতিমালা বাতিলের দাবি জানিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ সারওয়ার জাহান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ শরীফ হাসান লিমন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি একাধারে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। এ নীতিমালাটি অসঙ্গতিপূর্ণ, অযৌক্তিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য নীতিমালাটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানাচ্ছে খুবি শিক্ষক সমিতি। তা না হলে অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দেয়া এ ধরনের যে কোন নীতিমালা শিক্ষক সামজ দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করবে বলেও হুঁশিয়ার করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) শিক্ষক সমিতি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com